এম/এস পাডিয়া টিম্বার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড

বনাম

বিশাখাপত্তনম বন্দর ট্রাস্টের সচিবালয়ের মাধ্যমে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ

(২০০৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৪৬৯)

৫ই জানুয়ারী, ২০২১

[নাভিন সিনহা এবং ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

চুক্তি--প্রস্তাবের প্রস্তাব এবং গ্রহণযোগ্যতা--আরও শর্ত সহ একটি শর্তাধীন প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে পরিণত হয় কিনা, প্রস্তাবদাতা গ্রহণকারীর দ্বারা প্রস্তাবিত আরও শর্ত গ্রহণ করেন কিনা তা নির্বিশেষে--স্থির হয়েছেঃ এটি চুক্তির আইনের একটি মূল নীতি যে প্রস্তাবের প্রস্তাব এবং গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই পরম হতে হবে--যখন গ্রহণকারী প্রস্তাবকারীর দ্বারা ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি গ্রহণ করার সময় একটি নতুন শর্ত রাখে, তখন প্রস্তাবদাতা সেই শর্তটি গ্রহণ না করা পর্যন্ত চুক্তিটি সম্পূর্ণ হয় না--একটি বৈচিত্র্য সহ গ্রহণযোগ্যতা কোনও গ্রহণযোগ্যতা নয়--এটি কার্যত এবং বস্তুগতভাবে, কেবল একটি পাল্টা প্রস্তাব যা চুক্তি করার আগে মূল প্রস্তাবক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক--হাইকোর্ট চুক্তি আইনের ধারা ৭ কে উপেক্ষা করেছে--বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়েই মূল বিষয়টি উপেক্ষা করেছে যে, উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত দরপত্রের জবাবে, আপিলকারী শর্তসাপেক্ষে আপিলকারীর ডিপোতে পরিদর্শন সাপেক্ষে তার প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন--এই শর্তটি উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্ট নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করেনি--উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আপিলকারীর ডিপোতে পরিদর্শন করতে সম্মত হয়েছিল, কিন্তু আরও একটি শর্ত আরোপ করেছিল যে পণ্যগুলি অবশেষে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের শোরুমে পরিদর্শন করা হবে--এই শর্তটি আপিলকারী গ্রহণ করেননি--অতএব, এটা বলা যাবে না যে একটি সমাপ্ত চুক্তি ছিল--কোনও চুক্তি সম্পন্ন না হওয়ায়, আপিলকারীর পক্ষ থেকে কোনও লঙ্ঘন বা ক্ষতিপূরণ বা আপিলকারীর খরচে কোনও ঝুঁকি ক্রয়ের প্রশ্নই উঠতে পারে না--চুক্তি আইন, ১৮৭২--ধারা ৭।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করেছে: ১.১) এটি চুক্তির আইনের একটি মূল নীতি যে কোনও প্রস্তাবের প্রস্তাব এবং গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই পরম হতে হবে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

প্রস্তাব এবং গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই তিনটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে বা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, অর্থাৎ, নিশ্চয়তা, প্রতিশ্রুতি এবং যোগাযোগ। তবে, যখন গ্রহণকারী প্রস্তাবকের দ্বারা ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি গ্রহণ করার সময় একটি নতুন শর্ত রাখে, তখন প্রস্তাবক সেই শর্তটি গ্রহণ না করা পর্যন্ত চুক্তিটি সম্পূর্ণ হয় না। একটি বৈচিত্র্য সহ গ্রহণযোগ্যতা কোনও গ্রহণযোগ্যতা নয়। এটি কার্যত এবং বস্তুগতভাবে কেবল একটি পাল্টা প্রস্তাব যা একটি চুক্তি করার আগে মূল প্রস্তাবক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক।

১.২) হাইকোর্ট ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ৭ নং ধারাকে উপেক্ষা করে। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়ই মূল বিষয়টিকে উপেক্ষা করে যে, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের দরপত্রের প্রতিক্রিয়ায়, আপীলকারী আবেদনকারীর ডিপোতে পরিদর্শন সাপেক্ষে শর্তসাপেক্ষভাবে তার প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। এই শর্তটি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট বিনা শর্তে গ্রহণ করেনি। উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আবেদনকারীর ডিপোতে পরিদর্শন করতে রাজি হয়েছিল, তবে আরও একটি শর্ত আরোপ করেছিল যে পণ্যগুলি শেষ পর্যন্ত উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের শোরুমে পরিদর্শন করা হবে। এই শর্তটি আপীলকারী গ্রহণ করেননি। অতএব, এটি বলা যায় না যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি হয়েছিল। কোনও চূড়ান্ত চুক্তি না থাকায়, আপিলকারীর পক্ষ থেকে কোনও লঙ্ঘন বা আপিলকারীর ব্যয়ে ক্ষয়ক্ষতি বা কোনও ঝুঁকি ক্রয়ের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপিলকারীর আন্তরিক আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ।

হরিদ্বার সিং বনাম বাগুন সুম্ব্রুই এবং অন্যান্যরা এ. আই. আর ১৯৭২ এস. সি ১২৪২ এবং ভারতের ইউনিয়ন বনাম ভীম সেন ওয়ালাইতি রাম (১৯৬৯) ৩ এস. সি. সি. ১৪৬: [১৯৭০] ২ এস. সি. আর ৫৯৪-এর উপর নির্ভর করেছিল।

মহেশ ট্রান্সপোর্ট কোং বনাম টি অ্যান্ড ডি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, এ. আই. আর ১৯৭৪ এস. সি ৮৬৮ এবং এম. শঙ্কর ভাট এবং আরেকজন বনাম ক্লড পিন্টো সিন্স (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং অন্যান্যরা, (২০০৩) ৪ এস. সি. সি ৮৬: [২০০৩] ১ এস. সি. আর ১২১২-প্রয়োগযোগ্য নয়।

রাজস্থান রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড এবং অন্যান্যরা বনাম দয়াল উড ওয়ার্কস এ. আই. আর ১৯৯৮ এ. পি ৩৮১; ফতেহ চাঁদ বনাম বালকিশন দাস এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৪০৫: [১৯৬৪] ১ এস. সি. আর ৫১৫; . সমবায় এম. কে. টি. এস. লিমিটেড বনাম ডেপুটি রেজিস্ট্রার, সমবায় সমিতি

রাইচুর এ. আই. আর ১৯৯৮ কর্ণাটক ৩৫৪; মারিমুথু গৌন্ডার বনাম রামস্বামী গৌন্ডার এবং অন্যান্যরা, এ. আই. আর ১৯৭৯ মাদ্রাজ ১৮৯; এ কে এ এস জামাল বনাম মূলা দাউদ সন্স অ্যান্ড কোং, এ. আই. আর ১৯১৫ প্রিভি কাউন্সিল ৪৮; এম/এস সরায়া ডিস্টিলারি, সর্দারবাগার বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং এ. ইউ. আর ১৯৮৪ দিল্লি ৩৬০; মুরলিধর চিরঞ্জিলাল বনাম এম/এস হরিশচন্দ্র দ্বারকাদাস এবং আরেকজন এ. আই. আর ১৯৬২ এস. সি ৩৬৬: [১৯৬২] ১ এস. সি. আর ৬৫৩; মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং আরেকজন বনাম দিগম্বর বলবন্ত কুলকার্নি এ. আই. আর ১৯৭৯ এস. সি ১৩৩৯: [১৯৭৯] ৩ এস. সি. আর ১৮৮; বিশাখাপত্তনম পোর্ট ট্রাস্ট, বিশাখাপত্তনম এবং আরেকজন বনাম বিহার অল স্টিলস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, ১৯৯১ (১) এ এল টি ৫৮২; রঘুনন্দন রেড্ডি বনাম হায়দ্রাবাদ রাজ্য সরকারের রাজস্ব বিভাগের সচিবের মাধ্যমে এআইআর ১৯৬৩ এপি ১১০; জওহর লাল বর্মণ বনাম ভারতের ইউনিয়ন, এ. ওয়াই. আর ১৯৬২ এস. সি ৩৭৮: [১৯৬২] এস. সি. আর ৭৬৯; ইউ. পি. রাজকীয় নির্মাণ নিগম লিমিটেড বনাম ইন্দুর প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা এ. আই. আর ১৯৯৬ এস. সি ১৩৭৩: [১৯৯৬] ২. এস. সি. আর ৩৮৬-উল্লিখিত।

মামলার প্রসঙ্গ

[১৯৬৪] ১ এস. সি. আর ৫১৫	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৫
[১৯৬২] ১ এস. সি. আর ৬৫৩	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৫
[১৯৭৯] ৩ এস. সি. আর ১৮৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩৫
এ. আই. আর ১৯৭৪ এস. সি ৮৬৮	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৪৬
[২০০৩] ১ এস. সি. আর ১২১২	প্রযোজ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৪৬
[১৯৬২] এস. সি. আর ৭৬৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৬
[১৯৯৬] ২ এস. সি. আর ৩৮৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৪৬
এ. আই. আর ১৯৭২ এস. সি ১২৪২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫৫
[১৯৭০] ২ এস. সি. আর ৫৯৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫৭

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০০৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৪৬৯।

২০০০ সালের আপিল নং ২১৯৬ এবং ২১৯৭-এ হায়দ্রাবাদে অন্ধ্রপ্রদেশের বিচার বিভাগীয় আদালতের ১০.১০.২০০৬ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

কৈলাশ ভাসদেব, প্রবীণ আইনজীবী, দেবাশীষ ভারুকা, জাস্টিন জর্জ, মিসেস সাবশ্রী, রবি ভারুকা, গোপাল সিং, মণীশ কুমার, শ্রীকান্ত এস, উপস্থিত দলগুলির জন্য আইনজীবীগণ।

আদালতের রায় প্রদান করেন ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি।

১) এই আপিলের সাথে জড়িত সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি হল, আরও শর্ত সহ একটি শর্তাধীন প্রস্তাব গ্রহণের ফলে একটি সমাপ্ত চুক্তিতে পরিণত হয় কিনা, প্রস্তাবদাতা গ্রহণকারীর দ্বারা প্রস্তাবিত আরও শর্ত গ্রহণ করে কিনা তা নির্বিশেষে। এই প্রশ্নটি হাইকোর্ট বা নীচের আদালত দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে বলে মনে হয় না।

২) এই আপিলটি হায়দ্রাবাদের হাইকোর্ট কর্তৃক ১০.১০.২০০৬ তারিখের একটি সাধারণ রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে, যা ২০০০ সালের আপিল নং ২১৯৬ এবং ২১৯৭, বিশাখাপত্তনমের অতিরিক্ত সিনিয়র সিভিল জজের ৩১.৩.২০০০ তারিখের একটি রায় এবং আদেশকে সমর্থন করে, যা ক্ষতিপূরণের জন্য আপিলকারীর বিরুদ্ধে উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃক দায়ের করা ১৯৯৩ সালের ওএস নং ১০৬ মামলাটিকে মঞ্জুর করে এবং বায়না জমা ফেরতের জন্য আপিলকারীর দায়ের করা ১৯৯৪ সালের ওএস নং ৪৫০ খারিজ করে।

৩) ১৭.৭.১৯৯০ বা তার কাছাকাছি সময়ে, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট কাঠের স্লিপার সরবরাহের জন্য একটি দরপত্র আহ্বান করে। দরপত্রগুলি ০১.০৮.১৯৯০-এ খোলা হওয়ার কথা ছিল।

৪) দরপত্রের ১৫ ও ১৬ প্রকরণ নিচে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

"১৫) ক্রেতা ট্রানজিট বীমার জন্য আলাদাভাবে অর্থ প্রদান করবেন না এবং সরবরাহকারী ততক্ষণ পর্যন্ত দায়বদ্ধ থাকবেন যতক্ষণ না চুক্তিবদ্ধ সমস্ত দোকান গন্তব্যে ভাল অবস্থায় পৌঁছায়। গন্তব্যে দোকান আসার তারিখের ৩০ দিনের মধ্যে সরবরাহকারীকে ট্রানজিটের সময় যে কোনও ক্ষতি বা দোকানগুলির ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে অবহিত করবেন।

১৬) যে কোনও ক্ষেত্রে সরবরাহ ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যাখ্যান করার এবং সরবরাহকারীকে একই ফেরত দেওয়ার এবং বন্দর দ্বারা মালবাহী পুনরুদ্ধারের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে।

৫) পূর্বোক্ত দরপত্র অনুসারে, আপিলকারী তার প্রস্তাবটি ০১.০৮.১৯৯০-এ বা তার কাছাকাছি জমা দিয়েছিলেন। আপিলকারীর প্রস্তাবের একটি নির্দিষ্ট শর্ত ছিল যে, বিবাদী-পোর্ট ট্রাস্টের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে স্লিপারগুলির পরিদর্শন কেবল আপিলকারীর ডিপোতেই পরিচালিত হতে হবে।

আপীলকারী দরপত্রের ১৫ এবং ১৬ প্রকরণ গ্রহণ করেননি এবং বরং পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছেন। দরপত্রের শর্তাবলী অনুসারে, আপীলকারী তার উদ্‌ধৃতি সহ আন্তরিক আমানতের জন্য ৭৫,০০০ টাকা জমা করেছেন। ৬) ০২.০৮.১৯৯০ বা তার কাছাকাছি সময়ে, উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্টের স্টোর নিয়ন্ত্রক দরপত্রদাতাদের জানিয়েছিলেন যে দরপত্রের উদ্বোধন ০৮.০৮.১৯৯০-এ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৭) ০৮.০৮.১৯৯০-এ, আপিলকারী তার সংশোধিত উদ্‌ধৃতি এবং/অথবা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন, পুনরাবৃত্তি করে যে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিদর্‌শন শুধুমাত্র আপিলকারীর ডিপোতে পরিচালনা করতে হবে। দরপত্র খোলার পরে আপিলকারী এবং উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের দরপত্র কমিটির মধ্যে কিছু আলোচনা হয়েছিল।

৮) ১১.১০.১৯৯০ তারিখের চিঠির দ্বারা আপিলকারী উক্ত চিঠিতে নির্ধারিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টকে কাঠের স্লিপার সরবরাহ করতে সম্মত হন। আপিলকারী পুনর্ব্যক্ত করেন যে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট বিশাখাপত্তনমের ভেপাগুন্টায় আপিলকারীর কারখানার জায়গায় সরবরাহ করা পণ্যগুলি পরিদর্শন করতে পারে, কারণ এটি অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা ছাড়াই আপীলকারীর ডিপোতে প্রত্যাখ্যাত পণ্যগুলির পুনরায় স্থানান্তরকে সহজতর করবে।

৯) আপিলকারী উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যদি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের এখনও উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের জায়গায় পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়, তবে আপিলকারী কাঠের স্লিপার সরবরাহের জন্য আপীলকারী দ্বারা উদ্‌ধৃত হারের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি চার্জ নেবেন। সুবিধার জন্য উপরোক্ত চিঠিটি এখানে নীচে বের করা হয়েছেঃ

১) "আমরা আমাদের নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে বি. জি ট্র্যাক ইন্ডিয়ান সেল কাঠ স্লিপার এফ. ডি. আর. ভি. পি. টি সাইট সরবরাহ করতে সম্মত।

২) পরিদর্শন ধারা সম্পর্কে আপনি বিশাখাপত্তনমের ভেপাগুন্টায় আমাদের কারখানার সাইটে উপাদানগুলি পরিদর্শন করতে পারেন। এটি আমাদের কোনও অতিরিক্ত আর্থিক প্রতিশ্রুতি ছাড়াই আমাদের ডিপোতে প্রত্যাখ্যাত উপকরণগুলি পুনরায় স্থানান্তর করতে সহায়তা করবে। আপনার যদি এখনও পরিদর্শনের প্রয়োজন হয় তবে আপনার সাইটে আমরা আমাদের হারে ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত চার্জ করব।

৩) টেন্ডার কমিটি ১০.১০.৯০-এর আলোচনার সময় যেমন উল্লেখ করেছিল, আমরা 'উপকরণ' গ্রহণের পরে, সপ্তাহের দিনে ১০০% প্রদানের শর্তে সম্মত।

৪) বিলম্বিত সমস্ত অর্থপ্রদানের জন্য আমরা ২৪ শতাংশ সুদ নিই।

৫) আমরা অবিলম্বে দুই হাজার বিজি ট্র্যাক স্লিপার সরবরাহ করতে পারি এবং সরবরাহ আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৬) আমরা ভারতীয় রেলের স্লিপারের নিয়মিত সরবরাহকারী। আমরা ভিপিটি-র সঙ্গে আমাদের লেনদেন বাড়াতে চাই।

৭. আমরা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি হিসাবে নিরাপত্তা আমানতের ১০ শতাংশ কার্যকর করব এবং আপনার অনুকূল অর্ডারের অপেক্ষায় থাকা ৭৫,০০০/- টাকা আমাদের ই. এম. ডি-তে ফেরত পাবেন।

১০) এরপরে, পক্ষগুলির মধ্যে আরও চিঠিপত্রের সূত্রপাত হয়। উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের স্টোর নিয়ন্ত্রককে সম্বোধন করে ২০.১০.১৯৯০ তারিখের আরেকটি চিঠির মাধ্যমে, আপীলকারী পুনর্ব্যক্ত করেন যে তিনি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের সাধারণ স্টোরগুলিতে পরিদর্শনে সম্মত হননি। আপীলকারী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, যদি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের সাধারণ স্টোরগুলিতে পরিদর্শনের জন্য জোর দেয়, তবে আপীলকারী তার আগের চিঠিতে উল্লিখিত ২৫ শতাংশের পরিবর্তে ২৪ শতাংশ অতিরিক্ত চার্জ নেবেন। উক্ত ২০.১০.১৯৯০ তারিখের চিঠিটি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিল।

১১) আপিলকারীর ১.৮.১৯৯০, ৮.৮.১৯৯০ তারিখের কোটেশন এবং ২০.১০.১৯৯০ তারিখের চিঠির জবাবে ২৯.১০.১৯৯০ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, বিবাদী-বন্দর ট্রাস্ট আপিলকারীকে জানায় যে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আপিলকারীর উদ্ধৃত মূল্যে কাঠের স্লিপার সরবরাহের জন্য আপিলকারীর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। যদিও উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট সম্মত হয়েছে যে পরিদর্শন কমিটি আপিলকারীর স্থানে কাঠের স্লিপারগুলি পরিদর্শন করবে, বিবাদী-বন্দর ট্রাস্ট আরও শর্ত আরোপ করে যে আপিলকারীকে কাঠের স্লিপারগুলি আপিলকারীর খরচে সড়কপথে বিবাদী-বন্দর ট্রাস্টের জেনারেল স্টোরগুলিতে পরিবহন করতে হবে এবং চূড়ান্ত পরিদর্শন উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের জেনারেল স্টোরগুলিতে করা হবে। বিবাদী-বন্দর ট্রাস্ট আপিলকারীকে স্লিপারগুলির সরবরাহের সময়কাল ১৫.১১.১৯৯০ পর্যন্ত বাড়ানোর জন্যও অনুরোধ করে।

১২) ২৯.১০.১৯৯০ তারিখের চিঠির জবাবে লেখা ৩০.১০.১৯৯০ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আপিলকারী উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের স্টোর নিয়ন্ত্রককে জানিয়েছিলেন যে আপিলকারী ২৯.১০.১৯৯০ তারিখের উক্ত চিঠিতে নির্ধারিত শর্তাবলী গ্রহণ করছেন না, যা আপিলকারীর প্রস্তাব অনুযায়ী ছিল না। আপিলকারী তার প্রস্তাবের বৈধতা বাড়াতেও অস্বীকার করেছিলেন, কারণ দাম বেড়েছে।

১৩) ৩০.১০.১৯৯০ তারিখের পূর্বোক্ত চিঠির মাধ্যমে, আপিলকারী উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং আপিলকারীর জমা করা আন্তরিক অর্থ আপিলকারীকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন।

১৪) এটি প্রদর্শিত হয় যে একই দিনে, অর্থাৎ ৩০.১০.১৯৯০, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের স্টোর নিয়ন্ত্রক একটি অফিস নোট রেখেছিলেন, আপীলকারীকে ১০,৫৯৬ ব্রডগেজ ট্র্যাক স্লিপার এবং ৭৬১ ব্রডগেজ বিশেষ আকারের স্লিপার সরবরাহের জন্য আদেশ দেওয়ার জন্য উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের সভাপতির অনুমোদন চেয়েছিলেন, মোট ৬৭,৯৬,৭৬৪ টাকা বিজোড় ব্যয়ে, যার জন্য উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট দ্বারা ২৯.১০.১৯৯০ তারিখের একটি লেটার অফ ইন্টেন্ট কাম ক্রয়ের আদেশ জারি করা হয়েছিল।

১৫) উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্টের স্টোর কন্ট্রোলারের অফিস থেকে আপিলকারীকে ৩১.১০.১৯৯০ তারিখে একটি ক্রয় আদেশ নং জি ১০১১২৬ ৯০-৯১ জারি করা হয়েছিল, যাতে আপিলকারীকে সর্বশেষ ভারতীয় রেলওয়ে স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে প্রথম শ্রেণীর সালউডের ১০৫৯৬টি ব্রডগেজ ট্র্যাক স্লিপার এবং ৭৬১টি ব্রডগেজ স্পেশাল স্লিপার সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, ক্রয় আদেশে উল্লেখিত শর্তাবলী এবং ক্রয়ের বিশেষ শর্তাবলী অনুসারে, ক্রয় আদেশে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন অনুসারে এবং হারে।

১৬) অভিপ্রায়পত্র এবং ক্রয় আদেশের পরে আপীলকারীর '৩০.১০.১৯৯০' তারিখের চিঠির জবাবে '১২.১১.১৯৯০' তারিখের অভিযোগকারী লেখা ছিল। উপরোক্ত চিঠির মাধ্যমে, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আপীলকারীকে ক্রয় আদেশ অনুসারে অর্ডার করা উপকরণ সরবরাহ করার অনুরোধ জানিয়েছিল, এই যুক্তি দিয়ে যে, আপীলকারী কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্যের বৈধতার সময়কালের মধ্যে ক্রয় আদেশ যথাযথভাবে আবেদনকারীর উপর রাখা হয়েছিল, আপীলকারীকে অভিপ্রায় পত্র জারি করার পরে, তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। আপীলকারীকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, যদি ক্রয় আদেশ অনুসারে সরবরাহ না করা হয়, তবে আপিলকারীর খরচে ঝুঁকিপূর্ণ ক্রয় করা হবে এবং ৭৫,০০০ টাকার আর্নেস্ট ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত করা হবে। উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আরও উল্লেখ করেছে যে আপিলকারী সিকিউরিটি ডিপোজিট করেননি, যা ক্রয়ের আদেশ সাপেক্ষে ছিল।

১৭) ১৯.১১.১৯৯০ তারিখের আরেকটি চিঠির মাধ্যমে, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আবেদনকারীকে উপকরণ সরবরাহ শুরু করার অনুরোধ জানায়। উক্ত চিঠির জবাবে, আপীলকারী উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টকে ২৭.১১.১৯৯০ তারিখের একটি চিঠি লিখেছিলেন, যাতে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আপীলকারী এবং উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের মধ্যে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি এবং 'আরও একবার অনুরোধ করেছিলেন যে আপীলকারী দ্বারা উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টে জমা করা আন্তরিক অর্থ আপীলকারীকে ফেরত দেওয়া হোক।

১৮) ০৩.৯.১৯৯১ বা তার কাছাকাছি সময়ে, অর্থাৎ দশ মাস পরে, উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্ট এম/এস চাওহারিয়া মেশিন টুলস কর্পোরেশনে কাঠের স্লিপার সরবরাহের জন্য একটি অর্ডার দেয়, যাতে কাঠের, স্লিপারগুলি অনেক বেশি হারে সরবরাহ করা যায়।

১৯) উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট যুক্তি দেখিয়েছে যে, আপিলকারী-বন্দর ট্রাস্টকে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্লিপার সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা পালন করতে অস্বীকার করার কারণে, চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে, আপিলকারী কর্তৃক সংশোধিত দরে উদ্ধৃত হারে, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টকে ৩১.১০.১৯৯০ তারিখের ক্রয় আদেশের সাথে সংযুক্ত ক্রয়ের বিশেষ শর্তাবলীর অনুচ্ছেদ ১৬-এ অন্তর্ভুক্ত ঝুঁকি ক্রয় ধারাটি প্রয়োগ করতে এবং তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে উচ্চতর হারে কাঠের স্লিপারগুলি কিনতে বাধ্য করা হয়েছিল, যার ফলে ক্ষতি হয়েছিল, যার জন্য বিবাদী-বন্দর ট্রাস্ট ক্ষতিপূরণ দাবি করার অধিকারী ছিল। এটি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের ক্ষেত্রে যে ক্রয়ের আদেশে নির্ধারিত শর্তাবলী, ক্রয়ের বিশেষ শর্তাবলী সহ একটি বাধ্যতামূলক চুক্তির শর্তাবলী গঠন করে।

২০) আপিলকারীর মতে আপিলকারী এবং উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের মধ্যে আলোচনা একটি সমাপ্ত চুক্তিতে পরিণত হয়নি, কারণ উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আপিলকারীর প্রস্তাবের শর্তগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি এবং আপিলকারী সেই শর্তাবলীতে সম্মত হয়নি যার উপর উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট জোর দিয়েছিল, বিশেষত আপিলকারীর সাধারণ দোকানে চূড়ান্ত পরিদর্শনের শর্ত।

২১) ১০.৪.১৯৯২ তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে, উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্ট ১৯৯৩ সালের ওএস নং ১০৬ অনুসারে বিশাখাপত্তনমের দ্বিতীয় অতিরিক্ত অধস্তন বিচারক আদালতে আপিলকারীর বিরুদ্ধে ৩৩,১৯,৯৯১ টাকার ক্ষতিপূরণ এবং তার উপর সুদ দাবি করে মামলাটি দায়ের করে। আপিলকারী ২৩.৩.১৯৯৪ তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে উক্ত মামলায় যথাযথভাবে তার লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন।

২২) ১৯৯৪ সালের জুন মাসে বা তার কাছাকাছি সময়ে, আপেলেন্ট ও.এস. নং ৪৫০ অব ১৯৯৪ মূলে একটি মামলা অধস্তন বিচারক, বিশাখাপত্তনম আদালতে দায়ের করেন, যেখানে আপীলকারী উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্টের নিকট জমাকৃত আগ্রহ মূল্য ফেরতের দাবি করেন, সেইসাথে ২৪.৪.১৯৯১ থেকে ২৩.৪.১৯৯৩ পর্যন্ত বার্ষিক ২৪% হারে সুদ, মামলা পরিচালনার খরচ এবং অন্যান্য পরিণামী স্বীকৃতিসমূহ প্রার্থনা করেন। উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট বায়না জমা ফেরত দেওয়ার দায় অস্বীকার করে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে।

এম/এস পাডিয়া টিম্বার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম বিশাখাপত্তনম বন্দর ২৩৭

ট্রাস্টের সচিবালয়ের মাধ্যমে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ [ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি]

২৩) দুটি মামলা, ওএস নং ১০৬/১৯৯৩ এবং ওএস নং ৪৫০/১৯৯৪, বিশাখাপত্তনমের প্রথম অতিরিক্ত সিনিয়র সিভিল জজ কর্তৃক একত্রিত করা হয়েছিল এবং শুনানি করা হয়েছিল। প্রথম মামলায় বিচারের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৈরি করা হয়েছিলঃ-

(i) আপিলকারী চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন কিনা?

(ii) উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট উত্তরদাতা থেকে মামলার পরিমাণ আদায়ের অধিকারী ছিল কি না?

(iii) উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট কোন স্বস্তির অধিকারী ছিল?

২৪) ওএস ৪৫০/১৯৯৪-এ (দ্বিতীয় মামলা), বিষয়গুলি ছিলঃ-

(i) আপীলকারী-বন্দর ট্রাস্ট থেকে দাবি করা সুদ সহ আন্তরিক অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী ছিলেন কি না।

(ii) মামলাটি (দ্বিতীয় মামলা) সীমাবদ্ধতার দ্বারা নিষিদ্ধ ছিল কি না?

(iii) আপিলকারী যদি কোন ধরনের স্বস্তি পেতেন, তাহলে তিনি কী ধরণের স্বস্তি পেতেন?

২৫) যেহেতু দুটি মামলা একসঙ্গে করা হয়েছিল এবং দুটি মামলার বিষয়গুলি একে অপরের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই দুটি মামলার জন্য সাধারণ প্রমাণ নথিভুক্ত করা হয়েছিল। যেখানে একজন ভি. আদিনারায়ণ, যিনি বস্তুগত সময়ে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের স্টোর বিভাগে কাজ করছিলেন, তাঁকে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের পক্ষে পরীক্ষা করা হয়েছিল, শ্রী জি. সি. পাদিয়া, যিনি আপিলকারীর পরিচালক ছিলেন, আবেদনকারীর পক্ষে পরীক্ষা করা হয়েছিল।

২৬) একটি সাধারণ রায় এবং ৩১.৩.২০০০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে দুটি মামলা একসঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। প্রথম মামলাটি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের পক্ষে রায় দেওয়া হলেও, আপিলকারীর দায়ের করা দ্বিতীয় মামলাটি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।

২৭) সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির আবেদন এবং যুক্তি নিয়ে আলোচনা করার পর, বিচার আদালত জানতে পারে যে, এটি স্বীকার করা হয়েছে যে, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট কাঠের স্লিপার সরবরাহের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছিল, যা অনুসরণ করে আপিলকারী তার দরপত্র জমা দিয়েছিলেন।

২৮) বিচার আদালত বলে যে, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আপিলকারীর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং ২৯.১০.১৯৯০-এ, অর্থাৎ আপিলকারীর উদ্ধৃত মূল্যের বৈধতার সময়কালের মধ্যে, একটি লেটার অফ ইন্টেন্ট কাম ক্রয়ের আদেশ জারি করেছে। আপিলকারীর উদ্ধৃত মূল্য ৩১.১০.১৯৯০ পর্যন্ত বৈধ ছিল।

২৯) বিচার আদালত আবেদনকারীর এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে যে, আপীলকারী-বন্দর ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত হওয়ার আগে আপীলকারী তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং রায় দেন যে, আপীলকারী এবং উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি ছিল, কারণ উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট ২৯.১০.১৯৯০-এ আবেদনকারীর জমা দেওয়া দরপত্র গ্রহণ করেছিল, যেখানে আবেদনকারীর দ্বারা উদ্ধৃত মূল্য এখনও বৈধ ছিল। বিচার আদালত স্থির করেছিল যে, চুক্তিটি ২৯.১০.১৯৯০-এ শেষ হয়েছিল যখন উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট দ্বারা অভিপ্রায় পত্র জারি করা হয়েছিল।

৩০) বিচার আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, আপিলকারী এবং উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি হয়েছে কি না তা নির্ধারণের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল যে আপিলকারীর দ্বারা জমা দেওয়া দরপত্রটি ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯০-এর মধ্যে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট দ্বারা গৃহীত হয়েছিল কিনা, যা আপিলকারীর দেওয়া উদ্ধৃতিটির বৈধতার নির্ধারিত সময়কাল। বিচার আদালত খুঁজে পেয়েছে যে ক্রয় আদেশের গ্রহণযোগ্যতা আপীলকারীর বিরুদ্ধে সম্পন্ন হয়েছিল, যখন উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের শেষ থেকে অভিপ্রায় পত্র সহ ক্রয় আদেশ পাঠানো হয়েছিল।

৩১) উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট এবং আপিলকারীর মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি ছিল বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময়, বিচার আদালত ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২-এর ৪ নং ধারার উপর নির্ভর করেছিল, যা সুবিধার জন্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছেঃ

"৪) যোগাযোগ যখন সম্পূর্ণ হয়--একটি প্রস্তাবের যোগাযোগ তখনই সম্পূর্ণ হয় যখন সেই ব্যক্তির জ্ঞানের কথা আসে যার কাছে এটি করা হয়।

একটি গ্রহণযোগ্যতার যোগাযোগ সম্পূর্ণ,-

প্রস্তাবকের বিপরীতে, যখন এটি তার কাছে প্রেরণের পথে রাখা হয়, যাতে গ্রহণকারীর ক্ষমতার বাইরে থাকে;

গ্রহণকারীর বিপরীতে, যখন প্রস্তাবকারীর জ্ঞানের কথা আসে।

প্রত্যাহারের যোগাযোগ সম্পূর্ণ-

যে ব্যক্তি এটি তৈরি করে তার বিপরীতে, যখন এটি একটি কোর্সে রাখা হয়

যে ব্যক্তির কাছে এটি তৈরি করা হয়েছে তার কাছে সংক্রমণ, যাতে যে ব্যক্তি এটি তৈরি করে তার ক্ষমতার বাইরে থাকে;

যে ব্যক্তির কাছে এটি তৈরি করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে, যখন এটি তার জ্ঞানের কথা আসে।

৩২) বিচার আদালত খুঁজে পেয়েছে যে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে আপিলকারী এবং উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তি ছিল, কিন্তু আপিলকারী স্বীকার করেছেন যে কাঠের স্লিপারগুলি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টকে সরবরাহ করেননি। একবার এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে একটি সমাপ্ত চুক্তি ছিল এবং উত্তরদাতা, অর্থাৎ এই উর্টের আগে আপিলকারী, স্বীকার করেছেন যে ক্রয় আদেশের শর্তাবলী অনুসারে পণ্য সরবরাহ করেননি, এটি ধরে রাখতে হবে যে উত্তরদাতা চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন। কার্যতঃ বিচার আদালত বলে যে, আপীলকারী যে অভিপ্রায়পত্রটি পেয়েছেন এবং ১৯৯০ সালের ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে তার রসিদকে সমর্থন করেছেন, তা উত্তরদাতার মামলাটিকে প্রতিষ্ঠিত করে যে চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে।

৩৩) বিচার আদালত রায় দিয়েছে যে, আপীলকারী উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্টের সাথে একটি সমাপ্ত চুক্তির অধীনে তার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করেছে, উত্তরদাতা পোর্ট ট্রাস্ট ১৯৯৩ সালের ও এস. নং ১০৬ মামলায় দাবি করা ক্ষতিপূরণের অধিকারী ছিল। উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্টকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে, বিচার আদালত চুক্তি আইনের ৭৩ ধারাটি নোট করেছে যা সুবিধার জন্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছেঃ

"৭৩) চুক্তি লঙ্ঘনের ফলে হওয়া ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ-যখন কোনও চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়, তখন যে পক্ষ এই ধরনের লঙ্ঘনের শিকার হয়, সে চুক্তি লঙ্ঘনকারী পক্ষের কাছ থেকে যে কোনও ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী, যা স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের লঙ্ঘনের ফলে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হয়েছিল, বা পক্ষগুলি যখন চুক্তি করেছিল, তখন তারা জানত যে এটি লঙ্ঘনের ফলে সম্ভবত হতে পারে।

৩৪) বিচার আদালত বলেছিল যে পণ্য সরবরাহের জন্য চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, বন্দরটি ক্ষতিপূরণ হিসাবে সরবরাহের জায়গায় চুক্তিবদ্ধ মূল্য এবং এই জাতীয় পণ্যের বাজার মূল্যের মধ্যে পার্থক্য দাবি করতে পারে। যদি নিকটতম জায়গায় কোনও বাজার মূল্য উপলব্ধ না থাকে তবে নিয়ন্ত্রণকারী বাজারে প্রচলিত মূল্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিচার আদালত রাজস্থান রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড এবং অন্যান্যরা বনাম দয়াল উড ওয়ার্কস[১]; তেহ চাঁদ বনাম বালকিশন দাস[২]; জিএম.টি.এ.পি. কো-অপ. এম. কে. টি. এস. লিমিটেড বনাম ডেপুটি রেজিস্ট্রার, কো-অপ সোসাইটিজ, রায়চুর[৩]; মারিমুথু গৌন্ডার বনাম রামস্বামী

১) এ আই আর ১৯৯৮ এপি ৩৮১।

২ এআইআর ১৯৬৩ এসসি ১৪০৫।

৩) এ আই আর ১৯৯৮ কর্ণাটক ৩৫৪।

গৌন্ডার এবং অন্যান্যরা[৪] 'আপিলকারী দ্বারা উদ্‌ধৃত এবং এ.কে.এ.এস জামাল বনাম মুলা দাউদ সন্স অ্যান্ড কোম্পানি[৫]; এম/এস সারায়া ডিস্টিলারি, সর্দারবাগর বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং আরেকজন[৬]; মুরলীধর চিরঞ্জিলাল বনাম এম/এস হরিশচন্দ্র দ্বারকাদাস এবং আরেকজন[৭]; মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং আরেকজন বনাম দিগম্বর বলবন্ত কুলকার্নি[৮], যা উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃক উদ্‌ধৃত।

৩৬) দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এম/এস সরায়া ডিস্টিলারি, সর্দারবাগার বনাম ভারতের ইউনিয়ন এবং আরেকজন, (উপরিউক্ত) মামলার রায়ের উপর নির্ভর করে বিচার আদালত বলেছিল যে ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য প্রকৃত পুনঃক্রয়ের প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

৩৭) বিচার আদালত তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করতে বিলম্বের আবেদনকারীর যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে, এই ভিত্তিতে যে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ এবং একটি বেসরকারী ব্যক্তি না হওয়ায়, দরপত্র আহ্বান এবং তৃতীয় পক্ষের দরপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে তার নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৩৮) বিচার আদালত খুঁজে পেয়েছে যে চুক্তিটি তার সমাপ্তি বা পরিত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরযোগ্য ছিল। চুক্তিটি বাতিল করা এবং ফলস্বরূপ জামানত বাজেয়াপ্ত করা যথাযথ ছিল এবং চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে ছিল।

৩৯) রাজস্থান রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড এবং অন্যান্যরা বনাম দয়াল উডস ওয়ার্কস (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, বিচার আদালতের সামনে আপিলকারীর পক্ষে উদ্‌ধৃত, হাইকোর্ট তথ্যের ভিত্তিতে খুঁজে পেয়েছিল যে স্লিপার সরবরাহের জন্য কোনও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি এবং ফলস্বরূপ বাদী জামানত ফেরত পাওয়ার অধিকারী।

৪০) বিচার আদালতের সামনে আপিলকারীর পক্ষে উদ্‌ধৃত ফতেহ চাঁদে (উপরে), এই আদালতের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছেঃ-

"১০) ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, আদালতের নির্ধারিত শাস্তির সীমা সাপেক্ষে, মামলার সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত মনে করলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের এখতিয়ার রয়েছে। চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষতিপূরণ প্রদানের এখতিয়ার সর্বোচ্চ নির্ধারিত সীমা ব্যতীত অযোগ্য

৪) এআইআর ১৯৭৯ মাদ্রাজ ১৮৯।

৫) এআইআর ১৯১৫ প্রিভি কাউন্সিল ৪৮।

৬) এআইআর ১৯৮৪ দিল্লি ৩৬০।

৭) এআইআর ১৯৬২ এসসি ৩৬৬ (ভি৪৯ সি৫৭)।

৮) এআইআর ১৯৭৯ এসসি ১৩৩৯।

কিন্তু ক্ষতিপূরণ যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, এবং এটি নিষ্পত্তি নীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদালতের কর্তব্যের উপর চাপিয়ে দেয়। এই বিভাগটি নিঃসন্দেহে বলে যে, যে পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করেছে তার কাছ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী, তা লঙ্ঘনের ফলে প্রকৃত ক্ষতি বা ক্ষতি হয়েছে বলে প্রমাণিত হোক বা না হোক। এর মাধ্যমে এটি কেবল "প্রকৃত ক্ষতি বা ক্ষতির" প্রমাণ দিয়ে বিতরণ করে; যখন লঙ্ঘনের ফলে কোনও আইনি ক্ষতি হয়নি তখন এটি ক্ষতিপূরণ প্রদানের ন্যায্যতা দেয় না, কারণ চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণ ভাল ক্ষতি বা ক্ষতি করার জন্য প্রদান করা যেতে পারে যা স্বাভাবিকভাবেই স্বাভাবিকভাবে ঘটেছিল, বা যা পক্ষগুলি জানত যে তারা কখন চুক্তি করেছিল, লঙ্ঘনের ফলে সম্ভবত হতে পারে।

১১) অতএব, সকল ক্ষেত্রে, যেখানে চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার জন্য শাস্তির প্রকৃতির একটি শর্ত থাকে যা স্পষ্টভাবে বাজেয়াপ্তির বিধান করে, আদালতের কেবলমাত্র যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় এই পরিমাণ অর্থ প্রদানের এখতিয়ার রয়েছে, তবে চুক্তিতে বাজেয়াপ্ত করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি নয়।"

৪১) মারিমুথু গৌন্ডার (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, যা আপিলকারী দ্বারাও উদ্ধৃত করা হয়েছে, বিচার আদালতের সামনে মাদ্রাজ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ স্থির করেছিল যে প্রকৃত ক্ষতির প্রমাণ ক্ষতির দায়ে অনিবার্য এবং জি এম টি এ পি কো-অপ এম. কে. টি. এস. লিমিটেড বনাম ডেপুটি রেজিস্ট্রার, কো-অপ সোসাইটিজ, রায়চুর (উপরে উল্লিখিত), কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি একক বেঞ্চ স্থির করেছিল যে চাল সরবরাহে খেলাপি হওয়ার জন্য কোনও মিলিং এজেন্টের উপর জরিমানা আরোপ করা যাবে না, যদিও চুক্তিতে খেলাপি হওয়ার কারণে ক্ষতির পূর্ব-অনুমানের অনুপস্থিতিতে জরিমানা আরোপের বিধান থাকতে পারে।

৪২) মুরলিধর চিরঞ্জিলাল (উপরে উল্লিখিত)-এ, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত এই আদালত রায় দিয়েছেঃ-

"৯) এই ধরনের ক্ষেত্রে যে দুটি নীতির ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি গণনা করা হয়, সেগুলি সুনির্দিষ্ট। প্রথমটি হল, যতদূর সম্ভব, যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চুক্তির লঙ্ঘন প্রমাণ করেছে, তাকে যতদূর অর্থের সাধ্য, ততদূর এমন অবস্থায় রাখতে হবে যেন চুক্তিটি সম্পন্ন হয়েছে;

কিন্তু এই নীতিটি এক সেকেন্ডের দ্বারা যোগ্য, যা লঙ্ঘনের ফলে হওয়া ক্ষতি হ্রাস করার জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব একজন বাদীকে আরোপ করে এবং এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে তার অবহেলার কারণে ক্ষতির যে কোনও অংশ দাবি করতে তাকে নিষেধ করেঃ (ব্রিটিশ ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড ইলেকট্রিক রেলওয়ে কোম্পানি [(১৯১২) এসি ৬৭৩,৬৮৯])। এই দুটি নীতিও তার ব্যাখ্যার সাথে ৭৩ ধারায় বর্ণিত আইন থেকে অনুসরণ করে। অতএব, যদি চুক্তিটি কানপুরে সম্পাদিত হয়, তা হলে লঙ্ঘনের তারিখে পণ্যগুলি কানপুরে কিনে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উত্তরদাতার কর্তব্য ছিল এবং যদি লঙ্ঘনের তারিখে চুক্তি মূল্যের তুলনায় মূল্য বৃদ্ধির কারণে এর কোনও ক্ষতি হয়, তবে এটি ক্ষতির জন্য পুনরায় বিতরণের অধিকারী হবে। এমনকি যদি লঙ্ঘনের তারিখে উত্তরদাতা প্রকৃতপক্ষে কানপুরের বাজারে সেগুলি না কিনে থাকেন, তবে লঙ্ঘনের তারিখে কানপুরে প্রচলিত অনুরূপ ক্যানভাসের হারের প্রমাণের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন, যদি সেই হারটি চুক্তিবদ্ধ হারের চেয়ে বেশি হয় যার ফলে তার ক্ষতি হয়। কিন্তু উত্তরদাতা লঙ্ঘনের তারিখে কানপুরে প্রচলিত অনুরূপ ক্যানভাসের হার প্রমাণ করার কোনও চেষ্টা করেননি। অতএব এটি স্পষ্টতই কোনও ক্ষতির অধিকারী হবে না, কারণ প্রমাণের এই অবস্থার ভিত্তিতে এটি বলা যায় না যে স্বাভাবিকভাবে কোনও ক্ষতি স্বাভাবিকভাবে ঘটেছিল।

৪৩) মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং আরেকজন বনাম দিগম্বর বলবন্ত কুলকার্নি (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এই আদালত উল্লেখ করেছে যে, এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কোনও চুক্তি বাতিল করা যাবে না। এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে চুক্তির কাজ পরিত্যাগ করা লঙ্ঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতির দাবির লঙ্ঘন, প্রদান, দাবি করার সমান হবে।

৪৪) এ.কে.এ.এস. জামাল বনাম মূলা দাউদ সন্স অ্যান্ড কোং. (উপরে উল্লিখিত)-এ প্রিভি কাউন্সিল রায় দিয়েছে যে, যে বাদী ক্ষতির জন্য মামলা করেন, তিনি লঙ্ঘনের ফলে হওয়া ক্ষতি হ্রাস করার জন্য সমস্ত যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন এবং নিজের অবহেলার কারণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দাবি করতে পারেন না।

এম/এস পাডিয়া টিম্বার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম বিশাখাপত্তনম ২৪৩

বন্দর ট্রাস্টের সচিবালয়ের মাধ্যমে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ [ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি]

৪৫) হাইকোর্ট আপিলকারীর দায়ের করা আপিলগুলি খারিজ করে দিয়েছে, এই বলে যে বিচার আদালত, নথিতে উপলব্ধ সমস্ত প্রমাণ এবং উপকরণ বিবেচনা করে, উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্টের দায়ের করা মামলাটির রায় দিয়েছে এবং আপিলকারীর দাবি খারিজ করেছে।

৪৬) হাইকোর্টের সামনে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষ থেকে করা মূল জমাটি কোনও চূড়ান্ত চুক্তি ছিল কি না তা নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল বলে পর্যবেক্ষণ করে, হাইকোর্ট এই বিষয়ে আপিলকারীর পক্ষে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত রায়গুলি উল্লেখ করেছেঃ-

(i) বিশাখাপত্তনম পোর্ট ট্রাস্ট, বিশাখাপত্তনম এবং আরেকজন বনাম বিহার অ্যালোয় স্টিলস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা।[৯]

(ii) রঘুনাথন রেড্ডি বনাম সরকারি রাজস্ব বিভাগের সচিবের মাধ্যমে হায়দ্রাবাদ রাজ্য[১০]।

(iii) মহেশ ট্রান্সপোর্ট কো, বনাম টি. অ্যান্ড ডি. ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন[১১]।

(iv) এম. ভি. শঙ্কর ভাট এবং আরেকজন বনাম ক্লড পিন্টো সিন্স (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং অন্যান্যরা[১২]।

(v) জওহরলাল বর্মণ বনাম ভারত ইউনিয়ন[১৩]।

(vi) ইউ. পি. রাজকীয় নির্মাণ নিগম লিমিটেড বনাম ইন্দুরে প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা[১৪]।

৪৭) আপিলের অধীনে রায় এবং আদেশে, হাইকোর্ট উপরে উল্লিখিত কোনও রায় নিয়ে আলোচনা করেনি। হাইকোর্ট কেবল আবেদনকারীর যুক্তি রেকর্ড করেছে যে মেজর পোর্ট ট্রাস্ট আইন, ১৯৬৩-এর ধারা ৩৪ (১)-এর অধীনে বিবেচিত ট্রাস্টি বোর্ডের কোনও পূর্ব অনুমোদন ছিল না এবং তাই কোনও প্রয়োগযোগ্য চুক্তি ছিল না।

৪৮) বিশাখাপত্তনম পোর্ট ট্রাস্ট, বিশাখাপত্তনম এবং আরেকজন বনাম বিহার অ্যালোয় স্টিলস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (উপরে উল্লেখিত) মামলায় হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে

"১৭) তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ধারা ৩৪-এর বিধানগুলি ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকে চুক্তি করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং আরও উপ-ধারা (৩) এ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে ধারার পূর্ববর্তী অংশ অনুসারে করা হয়নি এমন চুক্তি বোর্ডের জন্য বাধ্যতামূলক হবে না।

৯) ১৯৯১ (১) এ.এল.টি. ৫৮২।

১০) এআইআর ১৯৬৩ এপি ১১০।

১১) এআইআর ১৯৭৪ এসসি ৮৬৮।

১২) (২০০৩) ৪ এসসিসি ৮৬।

১৩) এআইআর ১৯৬২ এসসি ৩৭৮।

১৪) এআইআর ১৯৯৬ এসসি ১৩৭৩।

এইচ. এস. রাখী বনাম নতুন দেথি পৌরসভা এ. আই. আর. ১৯৬২ এস. সি. ৫৫৪-এ প্রতিবেদন করা তার সিদ্ধান্তে সুপ্রিম কোর্ট স্থির করেছে যে ধারা ৩৪-এর উপ-ধারা (৩)-এ অন্তর্ভুক্ত এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব চুক্তিটিকে অকার্যকর এবং প্রয়োগযোগ্য করে তোলে। সেই ক্ষেত্রে বিতর্কটি ছিল নয়াদিল্লি পৌর কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সম্পর্কে, যা ১৯১১ সালের পাঞ্জাব পৌর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, যার মধ্যে ৪৭ ধারার মতো একই রকম বিধান রয়েছে।

৪৯) বিশাখাপত্তনম পোর্ট ট্রাস্ট, বিশাখাপত্তনম এবং আরেকজন বনাম বিহার অ্যালোয় স্টিলস লিমিটেড এবং অন্যান্যরা (উপরিউক্ত) মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে পোর্ট ট্রাস্টের একটি এলাকা ইজারা দেওয়ার জন্য ট্র্যাফিক ম্যানেজারের চিঠিতে থাকা প্রতিশ্রুতি বাতিল এবং ট্রাস্টি বোর্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োগযোগ্য নয়, কারণ মেজর পোর্ট ট্রাস্ট আইনের ধারা ৩৪ অনুসারে কোনও চুক্তি করা হয়নি।

৫০) রঘুনাথন রেড্ডি বনাম হায়দরাবাদ রাজ্য বনাম সরকারি রাজস্ব বিভাগের সচিব (উপরিউক্ত) মামলায় হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ বলেছেঃ

"৮) এটি আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে শুধুমাত্র যখন কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তখনই চুক্তিটি সমাপ্ত হয় এবং পক্ষগুলিকে আবদ্ধ করে। এটি সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করার আগে প্রস্তাবদাতা তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারেন, কিন্তু যদি গ্রহণ শর্তসাপেক্ষ হয় বা চূড়ান্ত না হয়, তবে কোনও চূড়ান্ত চুক্তি হয় না।

৫১) মহেশ ট্রান্সপোর্ট কোং বনাম ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ডক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (উপরিউক্ত)-এর এই আদালতের রায়, যা শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ১০ (১)-এর অধীনে একটি শিল্প বিরোধের রেফারেন্সের বৈধতা এবং যথার্থতার সাথে সম্পর্কিত, আপাতদৃষ্টিতে এই মামলার সাথে জড়িত বিষয়গুলির সাথে কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। এমভি শঙ্কর ভাট এবং আরেকজন আরেকজন ক্লড পিন্টোর সিন্স (মৃত) আইনি প্রতিনিধিদের এবং অন্যান্যরা-এ, এই আদালত রায় দিয়েছে যে একটি চুক্তি যা একটি উইলের অধীনে উত্তরাধিকারীদের দ্বারা অনুমোদনের সাপেক্ষে ছিল যারা চুক্তির পক্ষ ছিল না একটি চূড়ান্ত চুক্তি তৈরি করে না। রায়ের প্রাসঙ্গিকতা অব্যক্ত।

এম/এস পাডিয়া টিম্বার কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড বনাম বিশাখাপত্তনম ২৪৫

বন্দর ট্রাস্টের সচিবালয়ের মাধ্যমে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ [ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি]

৫২) ইউ. পি. রাজকীয় নির্মাণ নিগম লিমিটেড বনাম ইন্দুরে প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্যরা, (উপরে উল্লিখিত) মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে কোনও সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা একটি চুক্তি বাধ্যতামূলক নয় যদি না এটি তার সংস্থার নিবন্ধ অনুসারে কার্যকর করা হয়।

৫৩) হাইকোর্ট জানতে পেরেছিল যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল বলে কোনও বিতর্ক নেই এবং এটি উত্তরদাতা পোর্ট বি ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ছিল যে আপীলকারীর প্রস্তাবটি প্রকৃতপক্ষে গৃহীত হয়েছিল এবং নিবন্ধিত ডাকের অধীনে ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯০-এ ক্রয় আদেশ জারি করা হয়েছিল যা আপীলকারী স্বীকার করেছিলেন কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উচ্চ আদালত আবেদনকারীর যুক্তিও নথিভুক্ত করেছে যে উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের পূর্বের অনুমোদনের অভাবে, মেজর পোর্ট ট্রাস্ট আইন ১৯৬৩-এর ধারা ৩৪ (১)-এর বিধান অনুসারে, কোনও প্রয়োগযোগ্য চুক্তি হতে পারে না। যদিও উচ্চ আদালত আবেদনকারীর জমা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে যে 'অভিপ্রায় পত্র' বোর্ডের অনুমোদনের বিষয় এবং উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টের একমাত্র সাক্ষী স্বীকার করেছেন যে কোনও চুক্তি সম্পন্ন হয়নি, উচ্চ আদালত এটি নিয়ে কাজ করেনি। উচ্চ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"প্রসারণ এ১-এর টেন্ডার শর্তাবলীর প্রকরণ ১৬-এর অধীনে বিশাখাপত্তনম বন্দর ট্রাস্টের প্রধান নির্ভরতা ছিল যে, উপকরণ সরবরাহ না করার ক্ষেত্রে, বন্দর ট্রাস্টের চুক্তি বাতিল করার অধিকার রয়েছে, যেখানে কোম্পানির ক্ষেত্রে ছিল যে কোনও চুক্তিই ছিল না।" অতএব, একজন অন্যজনকে দোষারোপ করার আগে দেখতে হবে যে আসলেই কোনও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বা কার্যকর করা সম্ভব কিনা। পিডবলু১ দ্বারা পোর্ট ট্রাস্টের পক্ষে প্রমাণের মাধ্যমে বেশ পুনরায় জোর দেওয়া হয়েছে। বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের বিষয়ে প্রসারণ এ ৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যা এম/এস পাদিয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের মতে, কিছুই আসন্ন নয়। আরও, পিডবলু ১ তার জেরায় বলেছেন যে চুক্তিটি সম্পন্ন হয়নি তা সত্য। তবে, এটি নিজেই উদ্দেশ্যের প্রকৃতির প্রতিফলন হতে পারে না, যা নথিতে থাকা তথ্য এবং পরিস্থিতি অনুসরণ করতে পারে, যা তা দেখছে। এটি দেখা উচিত যে এম/এস পাদিয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের মতে, এবং ২৭.১১.১৯৯০ প্রসারণ এ ১০ তারিখের চিঠি অনুসারে, এম/এস পাদিয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ২৭.১১.১৯৯০ তারিখের চিঠি প্রাপ্তির এবং তিন মাসের জন্য বৈধ দরপত্র গ্রহণের কথা স্বীকার করেছে। অতএব, ২৯.১০.১৯৯০ তারিখে দরপত্র গ্রহণের বিষয়ে উল্লেখিত পূর্ববর্তী ১০ নম্বর শর্তাবলী বিবেচনা করে, এম/এস পাদিয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে এটি বলা সম্ভব নয় যে, কোনও গ্রহণযোগ্যতা ছিল না বা কোনও চুক্তিও সম্পন্ন হয়নি।

নীচের আদালত যথাযথভাবে বলেছিল যে আসামীর দরপত্র যথাযথভাবে ২৯.১০.১৯৯০-এ গৃহীত হয়েছিল যা পরে ৩১.১০.১৯৯০-এ ক্রেতার আদেশ দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল এবং এটি নিজেই এটি দেখানোর জন্য যথেষ্ট যে সেখানে সমাপ্ত এবং প্রয়োগযোগ্য চুক্তি ছিল। সুতরাং, এম/এস পাদিয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের মুখে কিছুই নেই, এটি বলার জন্য যে কোনও সমাপ্ত চুক্তি ছিল না।অধিকন্তু, তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং স্বীকার করতে হবে যে এই ধরনের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে কোনও পদক্ষেপ নেই, লঙ্ঘনটি সরাসরি মেসার্স পাদিয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের উপরই বর্তাবে এবং তাই, বিশাখাপত্তনম বন্দর ট্রাস্ট যথাযথভাবে অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে এবং নিম্ন আদালত যথাযথভাবে বলেছে যে উক্ত বাদী অর্থাৎ বিশাখাপত্তনম বন্দর ট্রাস্ট দাবিকৃত অর্থের জন্য অধিকারী। একই অনুসরণ করে এবং ফলস্বরূপ উল্লিখিত ফলাফলগুলি যা মামলার মূল অংশে যায়; এম/এস পাদিয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা করা দাবি, অন্য মামলায় ফেরত দেওয়ার জন্যও স্পষ্টভাবে একই কারণে ভিত্তি করে পড়ে। অতএব, আমরা এই আপিলগুলিতে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না... "

৫৪) সর্বোচ্চ সম্মানের সঙ্গে, উচ্চ আদালত আপিলকারীর যুক্তিগুলি সংক্ষিপ্তভাবে মোকাবিলা করেছে এবং এমনকি আপিলকারীর পক্ষ থেকে উদ্ধৃত মামলাগুলি নিয়ে আলোচনাও করেনি।

৫৫) বিচার আদালত চুক্তি আইনের ৪ নং ধারার উপর নির্ভর করেছিল, কিন্তু ৭ নং ধারাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিল। সুবিধার জন্য ১৮৭২ সালের ভারতীয় চুক্তি আইনের ৭ নং ধারাটি নিচে দেওয়া হলঃ -

"৭) গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই পরম হতে হবে--একটি প্রস্তাবকে প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তরিত করার জন্য গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই--একটি প্রস্তাবকে প্রতিশ্রুতিতে রূপান্তরিত করার জন্য গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই-"

(১) নিখুঁত এবং অযোগ্য হতে হবেঃ

(২) কিছু স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হবে, যদি প্রস্তাবটি গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করে না থাকে। যদি প্রস্তাবটি গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ করে এবং গ্রহণটি সেই পদ্ধতিতে করা না হয়,

প্রস্তাবক, গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করার পরে একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, জোর দিয়ে বলতে পারেন যে তার প্রস্তাব নির্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহীত হবে, অন্যথায় নয়; তবে, যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি গ্রহণযোগ্যতা গ্রহণ করেন।

৫৬) এটি চুক্তির আইনের একটি মূল নীতি যে কোনও প্রস্তাবের প্রস্তাব এবং গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই পরম হতে হবে। এটি কোনও সন্দেহের জায়গা দিতে পারে না। প্রস্তাব এবং গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই তিনটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে বা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, অর্থাৎ, নিশ্চয়তা, প্রতিশ্রুতি এবং যোগাযোগ। তবে, যখন গ্রহণকারী প্রস্তাবকারীর দ্বারা ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি গ্রহণ করার সময় একটি নতুন শর্ত রাখে, তখন চুক্তিটি সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না প্রস্তাবক সেই শর্তটি গ্রহণ করে, যেমন হরিদ্বার সিং বনাম বাগুন সুম্বরুই এবং অন্যান্যরা[১৫]-এর ক্ষেত্রে এই আদালত দ্বারা স্থির করা। একটি বৈচিত্র্য সহ গ্রহণযোগ্যতা, কোনও গ্রহণযোগ্যতা নয়। এটি, কার্যত এবং বস্তুগতভাবে, কেবল একটি পাল্টা প্রস্তাব যা একটি চুক্তি করার আগে মূল প্রস্তাবক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫৭) ভারতের ইউনিয়ন বনাম ভীম সেন ওয়ালাইতি রাম[১৬]-এ এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ সম্পূর্ণ বা শর্তাধীন হতে পারে। যদি গ্রহণযোগ্যতা শর্তাধীন হয়, তবে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা না হওয়া পর্যন্ত যে কোনও মুহূর্তে প্রত্যাহার করা যেতে পারে।

৫৮) উচ্চ আদালত কর্তৃক উল্লিখিত জওহরলাল বর্মণ বনাম ভারতের ইউনিয়ন (উপরে উল্লিখিত) মামলায়, এই আদালত বলেছিল যে চুক্তির ৭ ধারার অধীনে, প্রস্তাবের আইন গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই নিরঙ্কুশ এবং অযোগ্য হতে হবে এবং এটি শর্তাধীন হতে পারে না। তবে, সেই মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, সামগ্রিকভাবে গ্রহণযোগ্যতার চিঠিটি পড়ার পরে, আপিলকারীর যুক্তি যে চিঠিটির উদ্দেশ্য ছিল চুক্তিতে যথেষ্ট পরিবর্তন আনা, জামানত জমা করাকে পরবর্তী শর্তের পরিবর্তে পূর্বশর্ত হিসাবে তৈরি করা, তা গৃহীত হয়নি।

৫৯) হাইকোর্ট চুক্তি আইনের ৭ নং ধারাকেও উপেক্ষা করেছে। বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট উভয়েই মূল বিষয়টি উপেক্ষা করেছে যে, উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃক প্রদত্ত দরপত্রের জবাবে, আপিলকারী শর্তসাপেক্ষে আপিলকারীর ডিপোতে পরিদর্শন সাপেক্ষে তার প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। এই শর্তটি উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট দ্বারা নিঃশর্তভাবে গৃহীত হয়নি। উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্ট আবেদনকারীর ডিপোতে পরিদর্শন করতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু আরও একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে পণ্যগুলি অবশেষে উত্তরদাতা-পোর্ট ট্রাস্টের শোরুমে পরিদর্শন করা হবে।

১৫) এআইআর ১৯৭২ এসসি ১২৪২।

১৬) (১৯৬৯) ৩ এসসিসি ১৪৬।

এই শর্তটি আপীলকারী গ্রহণ করেননি। অতএব, এটি বলা যায় না যে একটি সমাপ্ত চুক্তি ছিল। কোনও সমাপ্ত চুক্তি না থাকায়, আপীলকারীর পক্ষ থেকে কোনও লঙ্ঘন বা ক্ষতিপূরণ বা আপিলকারীর ব্যয়ে কোনও ঝুঁকি ক্রয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে না। আপিলকারীর বায়না জমা ফেরত দেওয়া হবে।

৬০) যেহেতু আমরা মনে করি যে আপিলকারী লঙ্ঘন করেননি বা ক্ষতির জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন না, তাই উত্তরদাতা পোর্ট ট্রাস্টের দাবি করা ক্ষতিপূরণ এবং/অথবা ক্ষতির পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত বা অত্যধিক ছিল কিনা, ক্ষতির দাবি কেবল প্রকৃত ক্ষতির প্রমাণ সাপেক্ষে বজায় রাখা যেতে পারে কিনা এবং উত্তরদাতা পোর্ট ট্রাস্ট ক্ষতি হ্রাস করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল কিনা তা নিয়ে আমাদের প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আমাদের ট্রাস্টি বোর্ডের পূর্ব অনুমোদন পণ্য সরবরাহের জন্য বৈধ চুক্তি তৈরির পূর্বশর্ত কিনা, বা বোর্ড কর্তৃক কার্যতঃ অনুমোদনের পরে যথেষ্ট হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার একাডেমিক অনুশীলনও শুরু করার দরকার নেই।

৬১) আপীলকারী উত্তরদাতা-বন্দর ট্রাস্টে জমা করা আন্তরিক অর্থ ফেরত পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। আগ্রহ মূল্য মামলার নং ১৯৯৪ সালের ৪৫০ দায়েরের তারিখ হইতে ফেরতের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ৬% হারে সুদসহ চার সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিতে হইবে।

৬২). তদনুসারে আপিল অনুমোদিত। আপিলের অধীনে হাইকোর্টের রায় এবং আদেশ এবং ১৯৯৩ সালের ওএস নং ১০৬ এবং ১৯৯৪ সালের ওএস নং ৪৫০-এ বিচার আদালতের সাধারণ রায় এবং আদেশ বাতিল করা হল। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

ইভূতি ভূষণ বসু আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen